অডিও

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

- ১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়।
- ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়। (বিতর্কিত)
- ১৪৮৭-১৪৯৩ সাল হাবশি শাসনকে বাংলার রাজনীতিতে অন্ধকার যুগ বলা হয়।
- বাংলা ভাষায় এক লাইন না লিখেও বাংলার বিখ্যাত কবি : বিদ্যাপতি।
  বাংলা ভাষায় এক লাইন না লিখেও বাংলা সাহিত্যে তার নামে যুগ আছে : শ্রীচৈতন্য।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন : চর্যাপদ।
  সর্বজনবিদিত বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নিদর্শন : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বারবার দেখা

এই সময়ে রচিত গ্রন্থাদি

- প্রাকৃত পৈঙ্গল (শ্রীহর্ষ) : প্রাকৃত ভাষায় রচিত গীতিকবিতা। এটি অন্ধকার যুগের প্রথম নিদর্শন। মূলত এটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ। যদিও এতে প্রাকৃতের পাশাপাশি অপভ্রংশের কিছু পদ পাওয়া যায়।
- শূন্যপুরাণ (রামাই পণ্ডিত) : এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ। এতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। নিরঞ্জনের রুস্মা নামক একটি কবিতায় বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও মুসলিম কর্তৃক তাদের উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। এটি গদ্যপদ্য মিশ্রিত একটি চম্পুকাব্য। ভাষাগত কারণে অনেক পণ্ডিতেই একে অন্ধকার যুগের গ্রন্থ বলে মনে করেন না।
- সেক শুভোদয়া (হলায়ুধ মিশ্র) : সংস্কৃত গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। সেখের শুভোদয় অর্থ শেখের গৌরব ব্যাখ্যা। গ্রন্থটিতে রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজির আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় অবলম্বনে রচিত। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে সুকুমার সেনের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রচুর পরিমাণে ভুল সংস্কৃত থাকায় ড. সুনীতিকুমার একে Dog Sankrit বলেছেন। হলায়ূধ মিশ্র লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। গ্রন্থটিতে প্রাচীন বাংলার অনেক নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। পীরমাহাত্ম্য ছাড়াও এতে বাংলা ছড়া, খনার বচন, ভাটিয়ালি রাগের প্রেমসঙ্গীত ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অন্ধকার যুগ নিয়ে বিতর্ক

- অন্ধকার যুগের জন্য কেবল তুর্কি আক্রমণকে দায়ী করা যায় না। কারণ, তুর্কি আক্রমণ যেখানে হয়নি সেখানেও সাহিত্য খুব বেশি সৃষ্টি হয়নি। এছাড়াও তুর্কি আক্রমণের ফলে এমনটা হলে পরবর্তী সাহিত্যে তা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হত। চর্যাপদ, সেক শুভোদয়া, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এগুলোর একটি করে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। যদি এই নমুনাগুলো না পাওয়া যেত তবে এগুলোও আড়ালে রয়ে যেত। অনেক গবেষকের মতে এই সময়ে অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকলেও তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে।
- সৈয়দ আলী আহসান এ সময়কালকে 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন। তুর্কি আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ কবিগণ বঙ্গদেশ থেকে নেপালে চলে গিয়েছিলেন বলে বাংলা সাহিত্য জগতে শূন্যতা দেখা দেয়।
- ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. এনামুল হক, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
- মধ্যযুগে ধর্মনির্ভর সাহিত্য প্রচলিত ছিল। তবে ব্যতিক্রম ছিল লোকসাহিত্য (এটি মানবকেন্দ্রিক রচনা)।
- মধ্যযুগের শেষ কবি ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭৬০)। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনার পর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে রায়গুণাকর উপাধি দেন।
- মধ্যযুগের কাব্য সম্পর্কিত প্রবাদবাক্য : কানু (কৃষ্ণ) ছাড়া গীত নাই।
- বাংলা লোকসাহিত্যের উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেন : অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর গ্রন্থের নাম বাংলা লোকসাহিত্য (১৯৫৪)।
- বাংলা লোকসাহিত্য উজ্জীবনের সার্থক স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
- বাংলাদেশের লোকসাহিত্য ও লোকঐতিহ্য বইটির লেখক : ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা

MPBIAN

বৈষ্ণব সাহিত্য

পদাবলি বলতে বোঝায় বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী এই কাব্যধারায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তা চারজন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস। এছাড়াও আলাওল, শেখ ফয়জুল্লাহ, আফজাল প্রমুখ মুসলিম সাহিত্যিক বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন।

মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। মঙ্গলকাব্য প্রধানত দুই প্রকার (পৌরাণিক ও লৌকিক)। মঙ্গলকাব্যে সাধারণত 'পয়ার ছন্দ' ব্যবহৃত হয়। এই ধারার একমাত্র মুসলিম কবি শাহ বারিদ খান।

জীবনী সাহিত্য

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচনার মাধ্যমে এই ধারার সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেব বাংলাতে এক পঙক্তি না লিখেও বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থের ক্ষুদ্র বিবরণকে 'কড়চা' বলা হয়।

নাথ সাহিত্য

বৌদ্ধ ও শিবধর্মের মিশ্রণে সৃষ্ট ধর্ম নাথ ধর্ম নামে পরিচিত। যোগ সাধনাই এই ধর্মের মূল প্রেরণা।

অনুবাদ সাহিত্য

কৃত্তিবাস ওঝা কর্তৃক রামায়ণ ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর কর্তৃক মহাভারত অনুবাদের মাধ্যমে এই ধারার শুরু।

মর্সিয়া সাহিত্য

মর্সিয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। ফকির গরীবুল্লাহর রচিত এই ধারার জঙ্গনামা গ্রন্থটি বিখ্যাত। মর্সিয়া ধারার হিন্দু কবি রাধাচরণ গোপ। তাঁর রচিত গ্রন্থ আফৎনামা, ইমাম হোসেনের কেচ্ছা।

লোক সাহিত্য

সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী-ছড়া ইত্যাদিকে লোকসাহিত্য বলে। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া। লোকসাহিত্যে বিভিন্ন গীতিকা ও বচনের কথা প্রচলিত আছে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্য তিনভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. বৈষ্ণব পদাবলি : শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে রচিত সাহিত্যকে পদাবলি বলা হয়। এটি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও সমৃদ্ধ রচনা। এতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে যা রাধা কৃষ্ণের আলোকে বর্ণিত। বৈষ্ণব পদাবলি 'মহাজন পদাবলি' নামেও পরিচিত ছিল। বৈষ্ণব পদাবলির সূচনা ঘটে চর্তুদশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়। তবে ষোড়শ শতকে এই সাহিত্যের বিকাশ হয়। জয়দেব বাঙালি কবি হলেও সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। পাশ্চাত্য কবি চসারের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়। বিদ্যাপতির পদ প্রথম আবিষ্কার করেন জর্জ গ্রীয়ার্সন।

খ. বৈষ্ণব শাস্ত্র।

গ. জীবনী সাহিত্য।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **বিদ্যাপতি :** পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি তাঁকে মিথিলার কোকিল ও কবিকণ্ঠহার বলা হয়। পদাবলির আদি কবি বিদ্যাপতি তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদগুলো রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কীর্তিলতা, পুরুষ পরীক্ষা, গোরক্ষ বিজয় ইত্যাদি। তাঁর কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলেছেন।
- **ব্রজবুলি ভাষা :** এটি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্যভাষা। সাধারণত ব্রজ অঞ্চলের ভাষাকে ব্রজবুলি ভাষা বলা হয় এটি মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণে কৃত্রিম মিশ্রভাষা। এটি কখনো মুখের ভাষা ছিল না। এটি ছিল কবিদের কাব্য লেখার ভাষা। এজন্য একে কবিভাষাও বলা হয়। ব্রজবুলি ভাষায় শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি গোবিন্দদাস।
- **চণ্ডীদাস :** বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে বাংলা কবিভাষার আবিষ্কারক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, "চণ্ডীদাস একচ্ছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দ্বারা লিখিয়ে নেন।" বঙ্কিম তাঁর কবিতাকে 'রুদ্রাক্ষমালা' বলেছেন। তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি। তাঁর বিখ্যাত কিছু উক্তি-
  **শুনহ মানুষ ভাই; সবার উপর মানুষ বড়, তার উপরে নেই। বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে; দেখা না হইত পরান গেলে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

মধ্যযুগের রত্ন যারা

MPBIAN

কাব্যধারা	আদি/ শ্রেষ্ঠ কবি	অন্যান্য কবি	বিশেষ তথ্যাদি
বৈষ্ণব পদাবলি	জয়দেব/চণ্ডীদাস	বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রথম সংকলন 'পদ সমুদ্র' (সংকলক : আউল মনোহর দাস)।
জীবনী সাহিত্য	মুরারী গুপ্ত (সংস্কৃত) কৃষ্ণদাস কবিরাজ (বাংলা)	লোচন দাস, গোবিন্দ দাস, বৃন্দাবন দাস	বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্য ভাগবত'। আনুমানিক ১৫৪৮ খিস্টাব্দে রচনা করেন।
শাক্ত পদাবলি	রামপ্রসাদ সেন	ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, মুক্তারাম	উমা, পার্বতী, দুর্গা, কালিকাকে কেন্দ্র করে এই গান রচিত হয়। প্রাচীনকালে এর নাম ছিলো মালসী।
মনসামঙ্গল/ পদ্মপুরাণ	কানাহরি দত্ত/ বিজয়গুপ্ত	নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপিলাই	মনসামঙ্গল এক সময় পূর্ববঙ্গের জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা এটি।
চণ্ডীমঙ্গল/ অভয়ামঙ্গল	মানিকদত্ত/ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	মুক্তারাম সেন, আকিঞ্চন চক্রবর্তী	প্রধান চরিত্র কালকেতু। মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র ফুল্লরা।
ধর্মমঙ্গল	ময়ূরভট্ট/ ঘনরাম চক্রবর্তী	শ্যাম পণ্ডিত, রূপরাম চক্রবর্তী, খেলারাম	কাব্যের কাহিনি দুটি। (ক) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি (খ) লাউসেনের কাহিনি
অন্নদামঙ্গল	/ভারতচন্দ্র		শিবের স্ত্রী অন্নদার প্রশংসা।
শিবমঙ্গল	রামকৃষ্ণ রায়/ রামেশ্বর ভট্টচার্য		

MPBIAN

কাব্যধারা	আদি/ শ্রেষ্ঠ কবি	অন্যান্য কবি	বিশেষ তথ্যাদি
কালিকামঙ্গল/ বিদ্যাসুন্দর	কবি কঙ্ক	রামপ্রসাদ সেন, শ্রীধর, গোবিন্দ দাস	বিদ্যাসুন্দরের প্রেম কাহিনী এর উপজীব্য
পুঁথি সাহিত্য	ফকির গরীবুল্লাহ		
মর্সিয়া সাহিত্য	শেখ ফয়জুল্লাহ		মর্সিয়া শব্দের ইংরেজি পরিভাষা উ[illegible]
কবিগান	গোঁজলা গুই/ হারু ঠাকুর	এন্টনি ফিরিঙ্গি, নিতাই বৈরাগী, রামবসু	
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান	শাহ মুহাম্মদ সগীর/ সৈয়দ আলাওল		শাহ মুহাম্মদ সগীর বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে কাব্য রচনা করেন।
আরাকান রাজসভা	দৌলত কাজী/ আলাওল	মাগন ঠাকুর, আব্দুল করিম খন্দকার, শমসের আলী	এই রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী। তিনি লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **শাক্ত পদাবলি :** এই ধারার মুসলিম কবি আলি রাজা, আকবর আলী, মির্জা হোসেন আলী। আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলাম শাক্ত পদাবলি রচনা করেছেন।
- **বাউল পদাবলি :** 'বাউল' শব্দটি সংস্কৃত বাতুল শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ বাহ্যজ্ঞানহীন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাউল মতের উদ্ভব ঘটে। 'বৌদ্ধ সহজিয়া' মত থেকে বাউল মতের উৎপত্তি। শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক লালন শাহ।
- **অনুবাদ সাহিত্য :** মধ্যযুগে সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি ও হিন্দি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ হয়। সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক শাহের আমলে অনুবাদ শুরু হয়। রামায়ণ, মহাভারতসহ বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়। মধ্যযুগের অনুবাদগুলো দুটো ধারায় বিভক্ত ছিল। যথা-

  ক. **সংস্কৃত ভাষা থেকে :** এই ধারায় বাল্মীকি (প্রকৃত নাম- রত্নাকর) রচিত রামায়ণ অনুবাদ করা হয়। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের নির্দেশে কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন। ১৭ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি 'চন্দ্রাবতী' রামায়ণ অনুবাদ করেন।

  মহাভারত অনুবাদ : ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের অনুবাদ করা হয়। মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস।

  ভগবত গীতা অনুবাদ : বেদব্যাস রচিত ভগবতের অনুবাদ করেন মালাধর বসু। তাঁর উপাধি গুণরাজ খান।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- খ. আরবি-ফার্সি ভাষা থেকে : এই ধারায় মুসলিম সাহিত্যিকগণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যথা-

অনূদিত গ্রন্থ	লেখক	অনূদিত গ্রন্থ	লেখক
ইউসুফ জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	জঙ্গনামা	গরীবুল্লাহ
লাইলী মজনু	দৌলত উজির খান	পদ্মাবতী, তোহফা, সপ্ত পয়কর	আলাওল
নবী বংশ	সৈয়দ সুলতান	হাতেম তাই	সৈয়দ হামজা

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

চৈতন্য যুগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- **বৈষ্ণব পদাবলি :** বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে রচিত একটি কাব্যধারা। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এর মূল উপজীব্য। বারো শতকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ এ ধারার প্রথম কাব্য। চতুর্দশ শতকে বড়ু চণ্ডীদাস (প্রকৃত নাম- অনন্ত) বাংলা ভাষায় রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একটি আখ্যানকাব্য। বাংলা ভাষায় এই ধারার আদিকবি চণ্ডীদাস। বৈষ্ণব পদাবলির আদি মুসলিম কবি শেখ কবির।
- বৈষ্ণব সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-
  ১. বৈষ্ণব পদাবলী ২. জীবনী সাহিত্য ৩. বৈষ্ণব শাস্ত্র
- **শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) :** ভারতের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র, বাল্য নাম নিমাই, অন্য নাম গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় চৈতন্য। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ছিলেন।
- বাংলায় চৈতন্যজীবনী রচিত হবার পূর্বে কয়েকজন বাঙালি কবি সংস্কৃতে তাঁর জীবনী রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সহপাঠি মুরারি গুপ্ত 'শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা মুরারিগুপ্তের কড়চা নামে খ্যাত।
- নাটকীয় সংলাপের কারণে কাব্যটি মূলত নাটগীতি।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথিটি তুলোট কাগজের উভয় পাশে লেখা। কাব্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১টি।
- কাব্যের ১৩টি খণ্ডের মধ্যে ১৩তম খণ্ডে 'খণ্ড' শব্দটি যোগ করা হয়নি (রাধাবিরহ)।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা : আদি মধ্য যুগের।
- বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী রচনা করেন বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শ্রীগৌরলীলামৃত'।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গীতিরসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।
- বড়াইকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতী বলা হয়।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণের সখার নাম : বলভদ্র।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার স্বামীর নাম : আয়ান ঘোষ।
- কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে রাধা ও কৃষ্ণ হচ্ছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক।
- মধ্যযুগের সাহিত্য ধারাকে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শ্রী চৈতন্যের জীবনীকাল অনুসারে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়।
- কাব্যটি আবিষ্কারের সময় তার কোনো লিখিত নাম ছিল না। তবে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামে পুঁথিতে পরোক্ষভাবে একটি নাম পাওয়া যায়। বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদক) এর নাম দেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগের সাহিত্য ধারাকে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শ্রী চৈতন্যের জীবনীকাল অনুসারে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

ইতিহাস

প্রাক-চৈতন্য যুগ (১২০১-১৫০০)

↓

চৈতন্য যুগ (১৫০১-১৬০০)

↓

চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৮০০)

সর্বজনবিদিত প্রথম বাংলা কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (১৩ খণ্ড) প্রধান চরিত্র তিনটি- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। এটি কোনো লেখকের রচিত প্রথম একক গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর থেকে গ্রন্থটি আবিস্কার করেন। ১৯১৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- বিমানবিহারী এ কাব্যের নাম দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণের ধামালী।
- কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।
- কাব্যের পুঁথির লিপিকাল বিষয়ে নিবন্ধ লিখেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
- বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি বিদ্বদ্বল্লভ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ভূবনমোহন তাঁকে এ উপাধি দেন।
- চণ্ডীদাস সমস্যা : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি। এ নামে চারজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হচ্ছেন; বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস। এঁদের রচিত পদের ভণিতায় এ নামগুলি পাওয়া যায়। এ চারজন পরস্পর পৃথক ব্যক্তি, নাকি একজনেরই চারটি নাম; পৃথক হলে কে কখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, একজন হলেই বা তাঁর সঠিক সময় কোনটি এসব নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যা 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নামে পরিচিত।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

অন্যান্য তথ্য

- মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের বড় অবদান কাহিনীকাব্য বা রোমান্টিক কাব্যধারার প্রবর্তন।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মূলত দুটি ধারা অনূদিত হয়েছে। যথা-
  ক. আরবি-ফার্সি ধারা : ইউসুফ-জুলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান ইত্যাদি।
  খ. হিন্দি ধারা : পদ্মাবতী, মধুমালতী, গুলেবকাওয়ালি ইত্যাদি।
- শেখ ফয়জুল্লাহ পাঁচটি গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত। যথা- সত্যপীর, গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয়, জয়নবের চৌতিশা ও রাগনামা। রাগনামাকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সঙ্গীতবিষয়ক কাব্য মনে করা হয়।
- আলাওল আরাকানের প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরের আশ্রয়ে থেকে কাব্যচর্চা করেন।
- পাঁচালি গানের শক্তিশালী কবি : দাশরথি রায়।
- টপ্পা গানের জনক : রামনিধি গুপ্ত (নিধিবাবু)।
- শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন ব্রজবুলি ভাষায় বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করেন। এজন্য তাঁকে 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে কবিশেখরকেও ছোট বিদ্যাপতি বলেন।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

মঙ্গলকাব্য

- মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবতারা হচ্ছেন মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর। এদের মধ্যে মনসা ও চণ্ডী এই দুই স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য বেশি। এই তিনজনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের ধারা-মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল- গড়ে উঠেছে। কালক্রমে শিবঠাকুরও মঙ্গলকাব্যের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কাব্যধারার নাম শিবায়ন বা শিবমঙ্গল।
- মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ। যে কাব্যে দেবতাদের আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয় এবং যে কাব্য শুনলে মঙ্গল হবে বলে ধারণা করা হয়, তাকে মঙ্গলকাব্য বলে। এ ধরনের কাব্য রচনার মূল উপলক্ষ্য হচ্ছে দেবীকর্তৃক আদেশ লাভ। মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা তিনটি। যথা-

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

তিনটি। যথা-

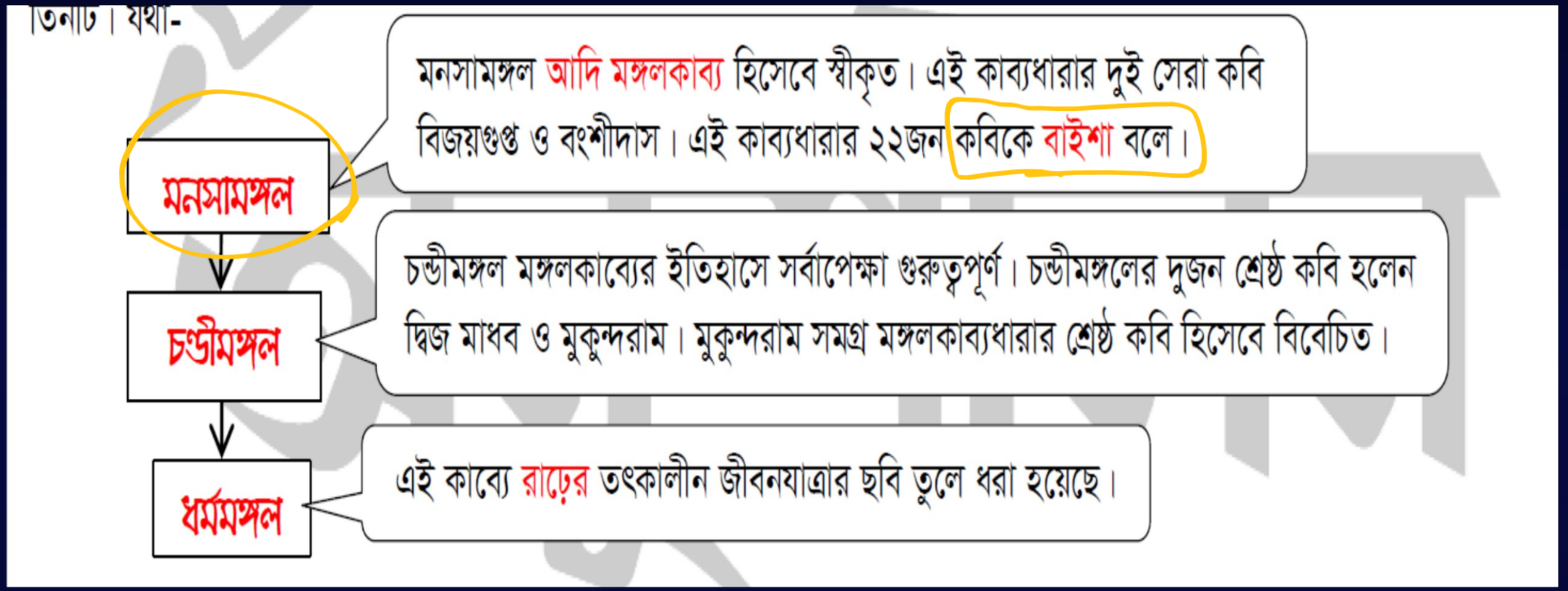

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- মঙ্গলকাব্য পালা হিসেবে গাওয়া হতো। তবে এতে সুর অপেক্ষা কাহিনীই বেশি প্রাধান্য পেত। মঙ্গলকাব্যের একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- নায়ক-নায়িকারা সাধারণত বণিক সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য চরিত্রগুলো সমাজের নিম্ন শ্রেণির প্রতিনিধি; ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রাধান্য এতে কম।
- শিবমঙ্গল মৌলিক ধারার কোনো মঙ্গলকাব্য নয়।
- মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম মনসামঙ্গল। তন্মধ্যে বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ (১৪৯৪) সর্বাধিক জনপ্রিয়।
- মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু চারটি অংশে বিভক্ত। যথা-
  ক. বন্দনা : এখানে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়।
  খ. আত্মপরিচয় : কবির আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ রচনার কারণ।
  গ. দেবখণ্ড : পৌরাণিক দেবতার সাথে লৌকিক দেবতার সম্বন্ধ স্থাপন।
  ঘ. নরখণ্ড ও আখ্যায়িকা। এটিই মঙ্গলকাব্যের প্রধান অংশ। [সূত্র- বাংলাপিডিয়া]
- মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগরের উপর দেবী মনসার অত্যাচার, লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ও বেহুলার আত্মত্যাগের উপাখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।
- মুকুন্দরাম সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচিত।
- জমিদার রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার কবি দ্বিজ মাধবকে স্বভাব কবি বলা হয়।
- অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র- ঈশ্বরী পাটনী, হীরামালিনী ও বিদ্যাসুন্দর।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

শায়ের ও কবিওয়ালা

- পুঁথি শব্দের উৎপত্তি পুস্তিকা শব্দ থেকে। এ অর্থে পুথি শব্দ দ্বারা যেকোনো গ্রন্থকে বোঝালেও পুথি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা বিশেষ অর্থ বহন করে।
  হুগলির কবি ফকির গরীবুল্লাহ আমীর হামজা রচনা করে এ কাব্যধারার সূত্রপাত করেন। আমীর হামজা গ্রন্থটি জঙ্গনামা বা যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য। গরীবুল্লাহ নিজে এবং তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামজা এ ধারার আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করেন।
  গরীবুল্লাহর প্রথম কাব্য ইউসুফ-জুলেখা সাধু বাংলায় রচিত। এছাড়াও তিনি সোনাভান, সত্যপীরের পুথি, জঙ্গনামা ও আমীর হামজা রচনা করেন। সৈয়দ হামজার প্রথম কাব্য মধুমালতী সাধু বাংলায় রচিত। এরপর তিনি জৈগুনের পুথি ও হাতেম তাই কাব্যদুটি রচনা করেন।
- নাথ সাহিত্য : মধ্যযুগে উদ্ভাবিত নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্যকে নাথ সাহিত্য বলে। নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা গোরক্ষ বিজয় (শেখ ফয়জুল্লাহ)। নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথ।
- জর্জ গ্রিয়ার্সন ছিলেন একজন ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ। ১৮৫১ সালে আয়ারল্যান্ডে তাঁর জন্ম। ১৮৭৪ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অধীনে সিভিল সার্ভেন্ট পদে যোগদান করেন। এ পদে নিযুক্ত হয়েই তিনি এ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন।
- পুঁথি সাহিত্য : ধনিক শ্রেণির মনোরঞ্জনের জন্য আরবি-ফারসি মিশ্রিত শব্দে মুসলমানরা যে কবিতা ও গান রচনা করতেন তা পুঁথি সাহিত্য বলে খ্যাত। তন্মধ্যে যে পুঁথিগুলো কলকাতার সস্তা ছাপাখানায় ছাপা হত সেগুলোকে 'বটতলার পুঁথি' বলা হয়।
- আমীর হামজা গ্রন্থটি ফকীর গরীবুল্লাহ শুরু করেন ও সৈয়দ হামজা তা সমাপ্ত করেন।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- কবিওয়ালা-শায়ের : ধনিক শ্রেণির মনোরঞ্জনের জন্য যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে নিম্নরুচির সাহিত্য সরবরাহ করতেন, তাদেরকেই কবিওয়ালা ও শায়ের (মুসলমান) বলা হয়।
- দো-ভাষী পুঁথি : কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি।
  এই সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি : ফকির গরীবুল্লাহ।
- কবিওয়ালাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গোঁজলা গুই।
- গোঁজলা গুইয়ের শিষ্যের নাম : কেষ্টা মুচি।
- এছাড়াও বিভিন্ন কবিওয়ালা হচ্ছেন : অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, রাসু, নৃসিংহ প্রমুখ।
- কবিগান রচিয়তাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত।
- অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি (প্রকৃত নাম : হ্যান্সম্যান এনইট) জাতিতে পর্তুগীজ ছিলেন। তাঁর বাবা পর্তুগীজ ও মা বাঙালি ছিলেন। এক বাঙালি বিধবাকে বিয়ে করে তিনি কবিয়াল ও কালীসাধক হয়ে যান। উত্তর কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি 'ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি' নামে পরিচিত।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

মর্সিয়া সাহিত্য

কবি	সাহিত্যকর্ম
শেখ ফয়জুল্লাহ	জয়নবের চৌতিশা (মর্সিয়া সাহিত্যের প্রথম কাব্য)
দৌলত উজির বহরম খান	জঙ্গনামা
সৈয়দ সুলতান	নবীবংশ
ফকির গরীবুল্লাহ	সোনাভান

- এক ধরনের শোককাব্য বা বিলাপসঙ্গীতকে মর্সিয়া সাহিত্য বলা হয়। মর্সিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যের নাম-
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মর্সিয়া কাব্য 'মক্তুল হোসেন'। কাব্যটির রচিয়তা চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামের অধিবাসী মুহম্মদ খান। বিশিষ্ট মর্সিয়া সাহিত্য গবেষক ড. গোলাম সাকলায়নের মতে মোঘল শাসনামলকে বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী রাধাচরণ গোপ মর্সিয়া কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচিত ইমাম হোসেনের কেচ্ছা ও আফৎনামা কাব্য দুটি মর্সিয়া সাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন। আধুনিক যুগের মর্সিয়া সাহিত্য ধারার কবি মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

খনার বচন

- কৃষি ও আবহাওয়া বিষয়ক কথা পাওয়া যায়। খনা সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা-
  ক. খনা ছিলেন জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও গণিত পারদর্শী এক প্রাচীন কিংবদন্তি মহিলা।
  খ. তিব্বতী ভাষায় খনা অর্থ বোবা। জিহ্বা কর্তনের পর লীলাবতীর নাম হয় খনা।
  গ. সিংহল রাজ্যের কন্যা।
- খনার বচনগুলো চার ধরনের। যথা-
  কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার কৃষিকাজ ও ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান
  আবহাওয়া জ্ঞান ও শস্যের যত্ন সম্পর্কিত জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্বভেদে শস্যের ক্ষয়ক্ষতি ও ফলন
- খনার বচন-
  * ষোল চাষে মুলা, তার অর্থেক তুলা, তার অর্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।
  * কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।
  * ব্যাঙে ডাকে ঘন ঘন, তরা হবে বৃষ্টি জান। * গরু ছাগলের মুখে বিষ, চারা না খায় রাখিস দিস।
  * কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস। * চোরের মার বড় গলা, লাফ দিয়ে খায় গাছের কলা।
  * নদীর জল ঘোলাও ভাল, জাতের মেয়ে কালাও ভালো।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

ডাকের বচন

- ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও মানবচরিত্রের কথা পাওয়া যায়।
  তিব্বতি ভাষায় 'ডাক' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবান বা বৌদ্ধিক তান্ত্রিক সাধক।
- ডাকের বচন-

* আপনার চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে জঙ্গল ভালো।
* ভিক্ষা চাই না মা, তোর কুত্তা সামলা।
* পুরান পাগলের ভাত নাই, নতুন পাগলের আমদানি।
* উচিত কথায় বন্ধু বেজার, গরম ভাতে বিলাই বেজার।
* সারা রাইত মারলাম সাপ, জাইগ্যা দেখি দড়ি।
* বাড়ির গরু কোলার ঘাস খায় না।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

লোক সাহিত্য

- লোকমুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনি, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদিকে লোকসাহিত্য বলে। লোকসাহিত্যের ধারক পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর জনগণ। লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া, প্রবচন (ডাক ও খনা) ও ধাঁধা।
- লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গবেষক ড. মযহারুল ইসলাম। তিনিই প্রথম একে Folklore নামকরণ করেন।
- লোকসাহিত্যের প্রধান শাখাগুলো- ছড়া, গান, গীতিকা, রূপকথা, উপকথা, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি।
- ছড়াগুলোতে মূলত ছন্দরসের প্রাধান্য পায়। ধাঁধার মাধ্যমে বুদ্ধিচর্চা করা হয়।
- গীতিকা : এক ধরনের আখ্যানমূলক লোকগীতিকে গীতিকা বলা হয়। জনশ্রুতিমূলক বিষয়াদি গীতিকার মূল ভিত্তি। তবে নাথ গীতিকা ঐতিহাসিক গীতিকা বলে পরিচিত।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

v.v.g

MPBIAN

লোকসমাজের মুখে মুখে যে গান চলে এসেছে, তাকে লোকগান বলে। বিশেষ ভাব অবলম্বনে এই গান রচিত। মনসুরউদ্দিন কর্তৃক সম্পাদিত 'হারামনি' প্রাচীন লোকগীতির সংকলন।

লোকগান

↓

গীতিকা (Ballad)

↓

কাহিনি

ময়মনসিংহ

↓

পূর্ববঙ্গ

↓

নাথগীতিকা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে যে গীতিকাগুলো বিকশিত হয়েছে, তাকে ময়মনসিংহ গীতিকা বলে। গীতিগুলো সংগ্রহ করেছেন চন্দ্রকুমার দে। সম্পাদনা করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯২৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য গীতিকা মহুয়া, দেওয়ান মদিনা ইত্যাদি। এতে মোট ১০টি গীতিকা আছে। এই গীতিকার বৈশিষ্ট্য- নারীর ব্যক্তিত্ব, সতীত্ব ও আত্মবোধ।

পূর্ব ময়মনিসংহ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম থেকে এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করা হয়। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এর সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গীতিকা কমল সদাগর, কাফন চোরা।

ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুরের মুসলিম কৃষকদের থেকে সংগ্রহ করেন ও তাঁর সম্পাদনায় ১৮৭৮ সালে 'মানিকচন্দ্রের রাজার গান' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের রূপকথার সংকলন 'ঠাকুরমার ঝুলি'। গ্রন্থের বেশিরভাগ গল্পই ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এর প্রথম প্রকাশক কলকাতার 'ভট্টাচার্য এন্ড সন্স'। সাধারণত একটিমাত্র কাহিনিকে অবলম্বন করে যে নাটকীয় গ্রন্থন, ক্রিয়া, চরিত্র ও ঘটনা বৈচিত্রের মাধ্যমে যা অগ্রসর হয় তাই গীতিকা নামে অভিহিত।

Activate W
Go to Settin

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

আরাকান রাজসভা

১৭ শতকে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। আরাকানকে সংস্কৃত ভাষায় 'রোসাঙ্গ' বলা হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত মগ নামে পরিচিত। আরাকান রাজসভার সাহিত্যকর্ম-

সহিত্যকর্ম	সাহিত্যিক	বিশেষ তথ্যাদি
সতীময়না, লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	লৌকিক কাহিনীর আদি রচিয়তা
চন্দ্রাবতী	মাগন ঠাকুর	আরাকানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন
পদ্মাবর্তী, সয়ফুল মুলুক, তোহফা	আলাওল	মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি
নূরনামা	আব্দুল করিম	

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

Thank You